320

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 21 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৭ ...

সরকারী ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে বন্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ছাত্র-প্রশাসন সংঘাত

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ সন্ত্রাস-সংক্ষুব্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবারও অচল হয়ে পড়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়টি। অন্যবারের মতো এবারও সন্ত্রাসের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করতে হয়েছে। তবে এবার খোদ সরকারী দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের বিবদমান দুইটি সন্ত্রাসী গ্রুপের সংঘর্ষের কারণেই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। ইতোমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা হল ও ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন। আবার কবে খুলবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তা কেউ জানে না। ফলে ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন নতুন করে অনিশ্চয়তার কবলে পড়েছে। পাহাড়-গ্রাম সবুজে ঘেরা চট্টগ্রামের ক্যাম্পাস ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হবে না অনেক দিন। সেশন জটে ক্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন আরো দীর্ঘায়িত হবে। কারণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ২০ বছরের সংঘাত-সংঘর্ষের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয় একটানা ৬ মাসেরও বেশী বন্ধ থাকার রেকর্ড রয়েছে।

এবারও গত ১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার শাহ আমানত হলে ছাত্র লীগের

(৯-এর পৃঃ দেখুন)

সরকারী ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে বন্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ছাত্র-প্রশাসন সংঘাত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দুই গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে অন্তত ১০ বার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে ৩ জন ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। গত ২০ বছরে নিহত হয়েছে ২০ জন ছাত্র। বর্তমান প্রশাসনের সময়ে ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর নিহত হয় গণিত বিভাগের ছাত্র বকুল। ছাত্র লীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে এই সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। '৯৮ সালের ৬ মে আবার দুই সংগঠনের বন্দুক যুদ্ধে আইউব আলী নামে একজন ভর্তিচ্ছু ছাত্র নিহত হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলাকালে ১৮ মে '৯৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে বোমা হামলায় মুশফিক উস সালেহীন নামে একজন শিক্ষক পুত্র নিহত হন।

সংঘর্ষ হলেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়। না হয় উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। বর্তমান সরকারের আমলে প্রায় ৪ মাস নানা কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অনির্ধারিত বন্ধ ছিল। এবারও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নিয়ে বেশ অনিশ্চয়তা রয়েছে।

কারণ, এবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তই নানামুখী বিতর্কের সূচনা করেছিল। ইসলামী ছাত্র শিবিরের পাশাপাশি খোদ সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে। ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র ঐক্যও কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছে। তারা সকলেই প্রায়

অভিন্ন সুরে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নানের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃক্যাম্পাস বাস চলাচল পুনরায় চালু করার দাবীতে গড়ে ওঠা ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন দমনের জন্যই কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে তাদের দিয়ে সহিংসতা ঘটিয়েছেন। আর এ অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ আনার পর তিনি কেবল বলেছেন, এটি অসত্য ও দুঃখজনক। কিন্তু কেন ভিসির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠে, তা আবার সরকারী ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে। আর ছাত্র আন্দোলন দমনে ভিসি ষড়যন্ত্রের পথই বা বেছে নেবেন কেন। ছাত্রদের দাবীর বিরুদ্ধে কঠোরতা দেখাতে গিয়ে সাবেক ভিসি. প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দীনকে কি পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল তা চট্টগ্রামের ক্যাম্পাসে সকলের জানা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ এবং শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে ব্যাপক দলীয়করণের পর ক্যাম্পাসে সরকারী ছাত্র সংগঠনের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কর্তৃপক্ষীয় চেষ্টার পরিণতিতে নতুন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দলীয়করণের বিরুদ্ধে সোচ্চার চট্টগ্রামের শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির ইতোমধ্যে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নানের পদত্যাগ দাবী

করেছে। এবার সব ছাত্র সংগঠনের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন ভিসি। এ অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অপেক্ষায় রয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রশাসনের চরম দলীয়করণ,

অনিয়মে অতিষ্ঠ শিক্ষকরাও ছাত্রদের মত শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কারণ গত কয়েক বছরের ব্যাপক সন্ত্রাসী ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি ছাত্র-অভিভাবকদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছে।